PRINT

সমকাল

রাজনৈতিক সহাবস্থানেই ঢাবির গৌরব ও ঐতিহ্য

১১ ঘণ্টা আগে

তোফায়েল আহমেদ

১৯২১ সালের আজকের দিনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আর এক বছর পর এই ভূখণ্ডের প্রথম ও প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়টি শতবর্ষ পূরণ করতে যাচ্ছে। এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে সমকালের বিশেষ আয়োজনে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের নায়ক ও আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমেদ, ডাকসুর প্রথম ও এখন পর্যন্ত একমাত্র নারী ভিপি মাহফুজা খানম। সাক্ষাৎকার তিনটি গ্রহণ করেছেন শেখ রোকন

সমকাল :এই ভূখণ্ডের রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়...

তোফায়েল আহমেদ :বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্রের আঁতুড়ঘর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন- সবকিছুর কেন্দ্র ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আমাদের জাতির পিতা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু যে বাংলাদেশের কথা ভেবেছেন, তার বাস্তবায়ন শুরু করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তারপর ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষা আন্দোলনের সূচনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ রোপণ করলেন।

সমকাল :আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন কবে?

তোফায়েল আহমেদ :আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই ১৯৬৪ সালে। বরিশাল বিএম কলেজ থেকে বিএসসি পাস করে মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগে এমএসসি ক্লাসে ভর্তি হই। ম্যাট্রিক পাস করি '৬০ সালে। পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্রলীগে যোগ দিয়েছিলাম।

সমকাল :বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময় কি ভেবেছিলেন, পরবর্তীকালে ফুলটাইম রাজনীতিক হবেন?

তোফায়েল আহমেদ :রাজনীতিতে আগ্রহী হই বঙ্গবন্ধুকে দেখে। বঙ্গবন্ধুকে প্রথম দেখি ১৯৫৭ সালে। তিনি ভোলায় একটি জনসভায় গিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য আমার হৃদয় স্পর্শ করেছিল। তখনই ভাবতে শুরু করি, এই মহান নেতার আদর্শের রাজনীতি করব। আমি খেলাধুলা পছন্দ করতাম। বিএম কলেজে ভর্তির পর সেখানকার ছাত্র সংসদে ক্রীড়া সম্পাদক হই। প্রথম বছরেই ক্লাস প্রতিনিধি হই। তখন হেমায়েত উদ্দিন মুসলিম ডিউটি ফান্ড নামে একটি সংগঠন ছিল। তার সহসম্পাদক হই।

সমকাল :ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনিও তো কিংবদন্তি ছাত্র।

তোফায়েল আহমেদ :ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে '৬৪ সালে ভর্তি হয়ে '৬৫ সালে আমার বিভাগে ভিপি হই। '৬৬-৬৭ সালে ইকবাল হলের ভিপি হই। '৬৮-৬৯ সালে ডাকসু ভিপি হই। আর সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা হিসেবে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেই।

সমকাল :ছাত্র হিসেবে ভর্তি হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কেমন দেখেছিলেন?

তোফায়েল আহমেদ :আমরা ছাত্র ছিলাম মাত্র ছয় হাজার। প্রায় সবার মধ্যে একটা আদর্শবাদ কাজ করত। আমি ছাত্রলীগ করেছি। ছাত্র ইউনিয়ন ছিল। এনএসএফ ছিল। কিন্তু সবার মধ্যে রাজনৈতিক সহাবস্থান ছিল। ছাত্রদের মধ্যে দল, মত, পথের ভিন্নতা ছিল। রাজনৈতিক বিষয়ে আমাদের মধ্যে তর্কবিতর্ক হতো। কিন্তু তারপর আমরা এক হয়ে যেতাম। একসঙ্গে বসে চা খেতাম।

সমকাল :হলের পরিস্থিতি কেমন ছিল?

তোফায়েল আহমেদ :তখন কোনো অছাত্র হলে থাকত না। সিট দখল নিয়ে মারামারি হতো না। সবাই যার যার রাজনীতি করত। এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিজে অংশ নিত। ছাত্রনেতাদের হলের নিয়ম-শৃঙ্খলায় হস্তক্ষেপের প্রশ্নই ছিল না।

সমকাল :ছাত্রনেতারা বাড়তি কোনো সুবিধা নিত না?

তোফায়েল আহমেদ :আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলি। আমি হলের ভিপি, ডাকসু ভিপি, ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলাম। সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আমার পরে নুরে আলম সিদ্দিকী সভাপতি হলেন। সম্মেলনের পরদিন আমি হল ছেড়ে দিয়ে আব্দুর রাজ্জাকের সঙ্গে দু'জন মিলে গ্রিন রোডে একটি ভাড়া বাসায় গিয়ে উঠলাম। বাসাটার নাম চন্দশিলা, দুইশ' টাকা মাসিক ভাড়া। হলে একটি দিনও বেশি থাকিনি।

সমকাল :তখনকার ছাত্রনেতারা পড়াশোনা ও রাজনীতি মেলাতেন কীভাবে? আপনি কী করেছেন?

তোফায়েল আহমেদ :এটা সত্যিই কঠিন কাজ ছিল। কারণ তখন ছাত্র রাজনীতি মানে জাতীয় রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু পড়াশোনায় ফাঁকি দেওয়ার উপায় ছিল না। যেমন আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি, তখন আমি বিবাহিত। কিন্তু আমার স্ত্রী স্বাধীনতার আগে কখনও ঢাকায় আসেননি। তিনি আমার পড়াশোনায় সহায়তা করতেন। তিনি তখনই গ্র্যাজুয়েট ছিলেন। আমার বইপত্র দেখে তিনি নোট লিখতেন। আমাকে পাঠিয়ে দিতেন। আমি পড়তাম, পরীক্ষা দিতাম। বন্ধুরাও কখনও কখনও তার নোট ধার দিত।

(JavaScript:void(0))

সমকাল :শিক্ষকরা কি ছাত্রনেতা হিসেবে পরীক্ষায় বা পড়াশোনায় বাড়তি সুবিধা দিতেন?

তোফায়েল আহমেদ :শিক্ষকরা আমাদের ভালোবাসতেন, সন্দেহ নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ছিলেন ড. ওসমান গণি। তিনি আমাকে ছেলের মতো ভালোবাসতেন। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় মোনায়েম খান তাকে বারবার চাপ দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করতে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেলে গণঅভ্যুত্থান সম্ভব হতো কি-না, সন্দেহ আছে। কিন্তু গণি স্যারকে আমি অনুরোধ করেছি, স্যার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করবেন না। তিনি আমার কথা রেখেছেন, গভর্নরের কথা রাখেননি। কিন্তু পড়াশোনা, ক্লাস, পরীক্ষার ক্ষেত্রে তারা কাউকেই কোনো ছাড় দিতেন না।

সমকাল :ওই সময়ের ছাত্রনেতারাই তো পরবর্তীকালে জাতীয় রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

তোফায়েল আহমেদ :অনেকেই। প্রত্যেক বছর ডাকসু নির্বাচন হতো। প্রত্যেক বছর ছাত্র সংগঠনের সম্মেলন হতো, একজন নেতা বের হতো। ডাকসু নির্বাচন হতো, দু'জন করে নেতা বের হতো। ওই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল জাতীয় নেতা তৈরির কারখানা।

সমকাল :তখনকার ছাত্রনেতাদের সঙ্গে জাতীয় নেতাদের সম্পর্ক কেমন ছিল?

তোফায়েল আহমেদ :আমরা ছাত্রলীগের নেতারা আওয়ামী লীগের মঞ্চে উঠতাম না। আবার আওয়ামী লীগের নেতারা ছাত্রলীগের মঞ্চে উঠতেন না। বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া। যেমন বঙ্গবন্ধু ছাত্রলীগের সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রধান অতিথি ছিলেন। কিন্তু তারা ছাত্রলীগের সম্মেলনের সিদ্ধান্তে কোনো মতামত বা পরামর্শও দিতেন না। হস্তক্ষেপের তো প্রশ্নই আসে না। আমরা ছাত্রলীগ তখন আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন ছিলাম না। ছিলাম সহযোগী সংগঠন।

সমকাল :শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে রাজনৈতিক সংগঠনের সম্পর্ক কেমন ছিল?

তোফায়েল আহমেদ :শিক্ষকরাও ছাত্রদের ন্যায্য আন্দোলনে সমর্থন দিতেন। ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের সময় যখন আমরা আসাদ হত্যার প্রতিবাদে মিছিল বের করলাম, সেই মিছিলের পূর্বভাগে ছিলেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা। শিক্ষকরা তখন মানসিকভাবে কোনো রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করলেও প্রকাশ্যে দলীয় কর্মকাণ্ডে অংশ নিতেন না। এখনকার মতো রাজনৈতিক দলের সম্মেলনে সামনের সারিতে বসে থাকার প্রশ্নই ছিল না।

সমকাল :ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক গৌরব কীভাবে হারাল?

তোফায়েল আহমেদ :পাকিস্তান আমলে ছাত্র রাজনীতির একটি অন্য বৈশিষ্ট্য ছিল। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ছিল আমাদের

সংগ্রাম। স্বাধীনতার পরে নিজস্ব দেশ হলো। তখন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ছাত্র আন্দোলন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর স্বৈরশাসক জিয়াউর রহমান ছাত্রদের হিজবুল বাহারে নিয়ে হাতে অস্ত্র তুলে দিল। আবার এরশাদ ক্ষমতায় এসে ছাত্রদের অর্থ দিয়ে কিনতে লাগল। এখান থেকেই ছাত্র রাজনীতি অন্যদিকে চলে গেল। স্বাধীন দেশে যেমন ছাত্র রাজনীতি হওয়ার কথা ছিল, তেমন হলো না।

সমকাল :ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক গৌরব ফিরিয়ে আনতে কী করতে হবে?

তোফায়েল আহমেদ :রাজনৈতিক সহাবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। মত ও পথের ভিন্নতা সত্ত্বেও রাজনৈতিক সহাবস্থানই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব ও ঐতিহ্য। আমি মনে করি, বর্তমান ছাত্র সমাজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও ষাটের দশক সামনে রাখতে পারে। তখন স্লোগান ছিল- তুমি কে আমি কে, বাঙালি বাঙালি। এখন তো আমরা স্বতন্ত্র জাতীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠা করেছি, রাষ্ট্র পেয়েছি। এখন স্লোগান হবে দেশ পুনর্গঠনের। কিন্তু ষাটের দশকের সেই আদর্শবাদ, নৈতিকতা ও দেশপ্রেম দিয়ে পরিচালিত হতে হবে।

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com